BA CBCS POLITICAL SCIENCE (HONOURS)

1ST SEMESTER

CC-1: Understanding Political Theory

TOPIC 2: Traditions of Political Theory: Marxism

BY: PROF. SHYAMASHREE ROY

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে সাধারণত রাজ্যের শ্রেণিক তত্ব হিসাবেও বিবেচনা করা হয়, এটি মূলত একটি দৃষ্টিকোণ, যা কার্ল মার্কস এবং ফ্রেইডারিক এঙ্গেলস এবং ভ্লাদিমির লেনিন, এল। ট্রটস্কি এবং এ। গ্র্যামসির মতো কিছু অন্যান্য ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকদের লেখায় বিবর্তিত হয়েছে। শুরু থেকেই মার্কস স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে বিষয়টি বিশ্ব বা রাষ্ট্রকে মনন বা ব্যাখ্যা করা নয়, বরং এটি পরিবর্তন করা। সুতরাং, মার্কস এবং এঙ্গেলস তাদের বিভিন্ন লেখার থেকে রাজ্যের কোনও সুস্পষ্ট একক তত্ব অর্জন করা কঠিন। আরও তাই, কারণ মার্কসবাদের জোর রাজ্যকে নিজের মধ্যে বোঝার জন্য নয়, বরং এটি আরও মৌলিক বাস্তবতার ফলস্বরূপ ব্যাখ্যা করা, যা সাধারণত চরিত্রগতভাবে অর্থনৈতিক। সুতরাং এটি সাংবিধানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপের চেয়ে অর্থনীতির মধ্যে রাষ্ট্রের কার্যকরী ভূমিকা, যা তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত, মার্কসবাদ একটি 'প্রক্সিস' দর্শন যা বেশিরভাগ তাত্ক্ষণিক ঘটনা এবং ইস্যুতে সাড়া দেয়। সবচেয়ে নিকটবর্তী মার্কস রাজ্যের একটি নিয়মতান্ত্রিক চিকিত্সা নিয়ে আসে তাঁর প্রাথমিক কাজ, "হেগলের দর্শন দর্শনের একটি সমালোচনার পরিচয়", কিন্তু সেখানেও তিনি মূলত নেতিবাচক সমালোচনায় জড়িত। এটা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্র যে রাজ্যটিকে সর্বজনীন তবে অস্থায়ী ঘটনা হিসাবে দেখা হয় যা শেষ পর্যন্ত শেষ করতে হবে। বেশিরভাগ মার্কসবাদী লেখাই এই বিষয়টির দিকে পরিচালিত হয়েছিল যে ইতিহাস ও শ্রেণি সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি হল কমিউনিজম, যা একটি রাষ্ট্রবিহীন শর্ত হতে হবে।

এ জাতীয় তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকতায় রাজ্য সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় ধারণা রয়েছে - শ্রেণির ধারণা। রাজ্যটিকে শ্রেণিবদ্ধের অভিব্যক্তি বা ঘনীভবন হিসাবে দেখা হয়, যা আধিপত্য ও নিপীড়নের একটি নিদর্শন বোঝায় যা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যান্য সাধারণ উপাদান। একমাত্র শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করার জন্য একটি শ্রেণীর আগ্রহ দেখা যায়। এটি অন্যান্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীর উপর ক্ষমতার অনুশীলনের সাথে জড়িত। রাজ্যগুলির ইতিহাস তাই শ্রেণীর আধিপত্য এবং শ্রেণিবদ্ধের ইতিহাস। শ্রেণীর এই ধারণাটি মানুষের শ্রম এবং মানব প্রকৃতি এবং ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের সাথেও যুক্ত; তবে এটি শ্রেণি যা রাজ্যের মূল চাবিকাঠি। নতুন স্টুয়ার্ট মিলের কাজ এবং পরে আগস্টে কম্ট এবং এমিল দূর্কহিমের কাজগুলিতে ধ্রুপদী উদারপন্থার সংশোধনের দিকে পরিচালিত কেন্দ্রীয় কারণগুলির মধ্যে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উত্থান ছিল। শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশের প্রেক্ষাপটে এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মূল কারণ ছিল যা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণকে রাজ্য সম্পর্কে মৌলিক উদ্দেশ্য সরবরাহ করেছিল।

যেমন এঙ্গেলসের যুক্তি ছিল, 'এটিই ছিল... মার্কস যিনি সর্বপ্রথম ইতিহাসের গতির বিধান আবিষ্কার করেছিলেন, যে আইন অনুসারে সমস্ত historical লড়াই, তারা রাজনৈতিক, ধর্মীয়, দার্শনিক বা অন্য কোন মতাদর্শিক ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যায় কিনা, বাস্তবে,

কেবলমাত্র সামাজিক শ্রেণির সংগ্রামের কম-বেশি স্পষ্ট প্রকাশ (দেখুন: মার্কস এবং এঙ্গেলসের নির্বাচিত লেখা)।

মার্কস বিশ্বাস করতেন যে রাজ্যটি সুপারট্রাকচারের অন্তর্ভুক্ত এবং ইতিহাসের সাথে সাথে, উত্পাদনের প্রতিটি পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থকে আরও এগিয়ে নিতে তার নিজস্ব নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম দেয়। 'ইশতেহারে' তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে "আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহী সমগ্র বুর্জোয়া সাধারণ বিষয় পরিচালনার জন্য একটি কমিটি" (জেসোপ, 1983)। মার্কস এবং এঙ্গেলসের জন্য, রাষ্ট্র মানুষের বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে। এটি শ্রেণি-শোষণ এবং শ্রেণি নিপীড়নের একটি উপকরণ। লুই বোনাপার্টের (১৮৫২) আঠারোতম ব্রুমায়ারে মার্কস আমলাতান্ত্রিক এবং সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে নিন্দা করেছেন এবং এর ধ্বংসের পরামর্শ দিয়েছেন। তারপরে তিনি পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা থেকে মুক্ত ভবিষ্যতের সমাজের একটি চিত্র পেশ করেন, যা বুর্জোয়া সমাজের সমস্ত উপাদানকে সার্বজনীন করতে পারে যা সার্বজনীন হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কমিউনিস্ট সমাজ মানব প্রকৃতির জন্য, প্রকৃতি থেকে, সমাজ থেকে এবং মানবিকতা থেকে সমস্ত ধরণের বিচ্ছিন্নতা দূর করবে। এটি প্রথমবারের মতো সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দিয়ে একটি সত্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

ক্রান্তিকাল রাষ্ট্র - 'সর্বহারা শ্রেণীর স্বৈরশাসক' - পুঁজিবাদ ধ্বংস এবং কমিউনিজম অর্জনের মধ্যবর্তীতম। মজার বিষয় হচ্ছে, 'সর্বহারা শ্রেণীর স্বৈরশাসন' কথাটি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দূরীকরণের ধারণার কথাও ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়নি। পরিবর্তে, মার্ক্স এবং এঙ্গেলস 'সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক বিধি' সম্পর্কে শ্রমিকদের রাজ্য দখল করার, পুরানো শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধাগুলি নষ্ট করার এবং রাজ্যটির অন্তর্ধানের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারা নিশ্চিত যে বিদ্যমান রাজ্যগুলি শ্রেণীর আধিপত্য ও নিপীড়নের উপকরণ বা সমাজে আমলাতান্ত্রিক পরজীবী হিসাবেই হোক না কেন স্বভাবতই শক্তিশালী হয় এবং সংখ্যালঘু রাজ্যে থেকে যায়, যারা ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী ও শক্তিশালী অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থকে উপস্থাপন করে। এটিকে মাথায় রেখে মার্কস সর্বহারা শ্রেণিকে রাজ্য দখল এবং ট্রানজিটরি পর্বের জন্য গণতান্ত্রিক ও প্রধানতন্ত্রবাদী করে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করার পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রের ধ্বংসটি কমিউনিস্টদের কাছে কেবল একটিই জড়িত রয়েছে, যথা অন্য শ্রেণীর দমনের জন্য এক শ্রেণির একটি সংগঠিত শক্তির অবসান (ড্রাগার, 1977)। বলা যেতে পারে যে সর্বহারা শ্রেণীর স্বৈরশাসক হ'ল রাষ্ট্রের পক্ষে মার্ক্সের নাম যা কমিউনিজমে রূপান্তরিত করে এবং তাই রাজ্যের নিজেই শেষ হয় (এলস্টার, 1978)। নামটি মার্ক্সের জেদকে ধরার জন্য উপযুক্ত, যেমন নৈরাজ্যবাদীদের থেকে পৃথক, যে পুঁজিবাদকে উত্থাপন এবং কমিউনিজমের উত্থান বা প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে রাজ্যগুলির প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত রয়েছে।

পূর্ব-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের একটি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্য ছিল; কমিউনিজমে রূপান্তর তত্ত্বাবধানের জন্য এবং এটি করে নিজের মৃত্যুর শর্ত তৈরি করার জন্য এটি অপরিহার্য। শক্তি যে স্টেটসের ভিত্তি তা হ'ল ম্যাচিয়াভেলি থেকে শুরু করে ওয়েবার এবং এর বাইরেও পশ্চিমা রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি। স্পষ্টত যা মার্কসিয়ান তা হ'ল অতিরিক্ত দাবি যে রাজ্য সর্বদা 'শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র'। মার্ক্সের জন্য রাজ্য হ'ল উপায়, যার মাধ্যমে শোষক শ্রেণি তার 'শ্রেণি একনায়কতন্ত্র' সংগঠিত করে এবং প্রভাবশালী শ্রেণি তার সমন্বয় সমস্যা কাটিয়ে ওঠে এমন উপায়ও। মার্ক্সের দৃষ্টিতে এবং আরও স্পষ্টভাবে লেনিনের ক্ষেত্রে, বিপ্লবী দলটি অধীনস্থ

শ্রেণিগুলির ক্ষয়ক্ষতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা মোকাবিলায় কার্যকর, যেমনটি রাষ্ট্রক্ষমতার সংগ্রামে অপরিহার্য।

এটি উল্লেখযোগ্য যে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সরকাররূপ নয়, একধরণের রাষ্ট্র; একটি রাজ্য কমিউনিজমে রূপান্তরকে তদারকি করে বা মার্কসিয়ান স্কিমের একই জিনিসটি কী আসে, এমন একটি রাজ্য যেখানে শ্রেনী শ্রেণি রাষ্ট্রের ক্ষমতা রাখে। সহজ কথায় বলতে গেলে, শ্রমিকদের শক্তি সরকারকে স্বৈরাচারী রূপ বোঝায় না। তবে এটি পূর্ববর্তী শোষক এবং অন্যান্য সামাজিক স্তরের অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে যাঁর স্বার্থ শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক। সুতরাং, সর্বহারা স্বৈরশাসক শ্রেণিবিহীন সমাজে পরিবর্তনের তদারকি করার জন্য অসমতার ঘোষণা দেয় যেখানে সর্বশেষের জন্য সাম্যতা অর্জিত হয়। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র এবং সুতরাং কমিউনিজমকে সম্ভব করার জন্য, সর্বহারা শ্রেণীর শাসন কেবল বস্তুগতভাবেই সম্ভব নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্ভবও হতে পারে; সর্বহারা শ্রেণীকে অবশ্যই একটি শাসক শ্রেণি হিসাবে নিজেকে গঠন করতে এবং যতক্ষণ কমিউনিজম নির্মাণের প্রয়োজন হয় ততদিন তার আধিপত্য পুনরুত্পাদন করতে সক্ষম হতে হবে। তবেই কমিউনিজম real এজেন্ডায় থাকবে যে অর্থে এটি উপলব্ধি করা যায় তা কল্পনা করা যায়।

মার্ক্সের জন্য, রাজ্য হল এমন এক মাধ্যম যার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণিগুলি তাদের আন্তঃ-শ্রেণীর সমন্বয় সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠেছে এবং তাদের অধীনস্থ শ্রেণির আধিপত্যকে সংগঠিত করে। রাজ্য, তখন কেবলমাত্র একটি শ্রেণির রাজ্য হতে পারে; এবং সংজ্ঞা অনুসারে রাজনীতি শ্রেণিবদ্ধের একটি রূপ। শ্রেণি সমাজের অবসান যদি বস্তুগতভাবে সম্ভব হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও সম্ভব হয় তবে তা অবিলম্বে অনুসরণ করে যে রাষ্ট্র এবং রাজনীতি সাধারণত সীমাবদ্ধ হতে পারে। শ্রেণীর সমাপ্তির সাথে সাথে রাজ্য এবং রাজনীতিও শেষ হবে। এন্টি দুহরিংয়ে, এঙ্গেলস সেই রাজ্যের 'মরে যাওয়া' ধারণাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যেখানে "ব্যক্তিদের সরকার" দ্বারা "জিনিসগুলির প্রশাসনের" দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। তিনি এবং মার্কস উভয়ই সর্বহারা রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে বল ও চাপ প্রয়োগ না করে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং নির্দেশকে মেনে নেন তবে তারা কমিউনিস্ট সমাজে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব সমাধান করতে ব্যর্থ হন।

সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রকে মার্কসবাদী চিন্তার মূল কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে, ভ্লাদিমির লেনিন (1870--1924) তাঁর 1916 সালের ক্লাসিক **স্টেট ও বিপ্লবে(State and Revolution)** মার্কস এবং এঙ্গেলসের ধারণাগুলি পর্যালোচনা করেছিলেন, যা রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে লেনিনের সর্বাধিক অবদান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে । প্যারিস কমুনের মডেল ব্যবহার করে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সর্বহারা বিপ্লব বুর্জোয়া রাজ্যকে ধ্বংস করে দেয় এবং সর্বহারা শ্রেণীর স্বৈরশাসন-প্রতিষ্ঠা করে - সংক্রামক পর্যায়ে সবচেয়ে উপযুক্ত রাজনৈতিক রূপ। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে এঙ্গেলস 'রাষ্ট্রের দূরে যাওয়া সম্পর্কে ধারণাটির অর্থ হ'ল বুর্জোয়া রাজ্য পুরোপুরি বিলুপ্ত / ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় সর্বহারা রাষ্ট্র মরে যায়। এটি প্রয়োজনীয় ছিল কারণ লেনিনও রাজ্যকে বলের একটি বিশেষ সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, যা ছিল এক শ্রেণির নামী বুর্জোয়া দমনের জন্য সহিংসতার একটি হাতিয়ার। তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন, এবং এর একনায়কতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করবে। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র মজবুত শক্তি প্রয়োগ করেছিল কিন্তু

ভিন্ন ধরণের, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘুদের উপর জোর করে চাপ প্রয়োগ করেছিল, বুর্জোয়া রাজ্যের বিপরীত ছিল। লেনিনের পক্ষে সর্বহারা রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া দমন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি মৌলিক কার্য সম্পাদন করতে হয়েছিল। যথাযথভাবে, সর্বহারা রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ না হলে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে, সর্বহারা রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষিত কর্মীদের উপর নির্ভর করবে।

যখন ক্লাসগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন রাজ্যের কোনও দমনমূলক কার্য সম্পাদন করতে হবে না। রাজ্য ধীরে ধীরে 'শুকিয়ে যাবে' যেহেতু জনগণ সমাজতান্ত্রিক জীবনের নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। লেনিন আশা করেছিলেন যে রাজ্যটি শুকিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় নেওয়া উচিত নয় তবে মার্কসীয় মতাদর্শের অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ' – এর কোনওটিই মুছে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখাতে পারেনি। বিপরীতে, তারা সমসাময়িক ইতিহাসে অন্য যে কোনও রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে থাকে। লেনিনের মৌলিক কৃতিত্ব ছিল যে স্বীকৃতি দেওয়া যে রাজ্য পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই ছিল এবং বিভিন্ন ধরণের জাতীয় পুঁজিবাদের প্রয়োজন প্রাকৃতিকভাবে ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত করেছিল, যেমনটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি বাজারের সন্ধানকে পুঁজিবাদের প্রকৃতিতে একেবারে অন্তর্নিহিত হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন যা সাম্রাজ্যবাদের দিকে পরিচালিত করে।